بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

১২ চৈত্র ১৪২৩
২৬ মার্চ ২০১৭

বাণী

আজ থেকে ৪৬ বছর আগে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপামর জনগন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করে। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের ৪৬তম বার্ষিকীতে, আমি দেশে এবং বিদেশে বসবাসকারী সকল দেশবাসীকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার জন্যে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগকারী ৩০ লক্ষ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই । গভীর শ্রদ্ধা জানাই সেই দুই লক্ষ মা-বোনের প্রতি যাঁদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা । মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন সেইসব পরিবারের প্রতি জানাই সহানুভূতি। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এবং তার পরেও সর্বস্তরের জনগন, বিশেষকরে কূটনীতিক ও তাদের পরিবারবর্গের সাহসী ভূমিকার জন্যে যার ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব সম্প্রদায়ের নৈতিক, আর্থিক ও সামরিক সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্র তৈরী হয়। আমাদের বিদেশী বন্ধুদের সময়োপযোগী অবদান আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়েছে - তাঁদেরকে আমরা "Friends of Bangladesh" হিসেবে সম্মাননাও প্রদান করেছি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প- ২০২১' (২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ গড়া) এবং 'রূপকল্প-২০৪১' (২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা) ঘোষণা করেছেন। সে লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে একটি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করেছি এবং ২০২১-এর আগেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হব বলে আশা করি।

'Millennium Devlopment Goals (MDGs)'-এর প্রায় সমস্ত লক্ষ্য সফলভাবে অর্জন করায় বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বে একটি 'রোল মডেল' হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। গত বছর জাতিসংঘের ৭১তম সাধারণ পরিষদে 'Sustainable Devlopment Goals (SDGs)' গৃহীত হয়েছে। আমরা তার আগে থেকেই এজেন্ডা ২০৩০ এর সাথে সামন্জস্য রেখে আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ণ করি। বঙ্গবন্ধু কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে SDGs-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণেও আমরা একইভাবে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো।

আমি ধন্যবাদ জানাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশে আমাদের মিশনসমূহের সকল সদস্যকে যারা আমাদের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য অর্জনে এবং উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখার জন্যে ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্যে প্রবাসে বাংলাদেশের সব নাগরিকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গত ১১ মার্চ ২০১৭ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ২৫শে মার্চ কে 'Day of Genocide' (গণহত্যা দিবস) ঘোষণা করে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবনা গ্রহণ করেছে। তাই আজ আসুন আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়তে আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে নতুন করে অঙ্গীকার করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এমপি)